কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

মহাশ্বেতা দেবীর *নটী*: ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে দেহ ও লিঙ্গ পরিচয়ের রাজনীতি

মো. সমীর আলী*

Abstract: The governing elite of the system of intellectual power has a different colonial structure in terms of strategy. In this instance, colonial hegemony's growth is significantly influenced by the politics of 'body' and 'gender'. The colonial regime not only regulated politics and the economy, but it also questioned the colonised society's cultural identity and body concept. In her novel *Natti (1957)*, Mahasweta Devi (1926-2016) reveals how body and gender politics have controlled the social and economic structure and how the victim's life, trapped in the web of patriarchal power, has seriously damaged the walls of that power structure. In contrast to the socioeconomic status of marginalised women who are mostly professional dancers, Mahasweta Devi has deftly attempted to depict the social and political position. By imposing the theoretical framework of Feminist theory, the current paper seeks to advance towards the research results analytically while examining how the politics of the colonial body and gender identity are mirrored in this novel.

১.

উপন্যাস হলো সাহিত্যের সমগ্রতাস্পর্শী আধুনিকতম শাখা, যেখানে জীবনের আদি-অন্ত শিল্পিত স্বরগ্রামে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। ঔপন্যাসিক তাতে ধরতে সচেষ্ট হন তাঁর জীবনার্থ, স্বদেশ-সমাজ-সমকালের প্রতিচিত্রকে। প্রথম মহাসমর পরবর্তী পর্যায়ে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যশ্রেণির উত্থানলগ্নে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী ভারতীয় ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) নিরন্ন-নিপীড়িত, অধিকারহীনতায় জরাজীর্ণ মানুষের পাশে থেকেছেন ব্রতীর ভূমিকায়। শোষণহীন সমাজগঠনে বিশ্বাসী এ ঔপন্যাসিক সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন, নিরন্তর জীবনসংগ্রাম, উপনিবেশিক রাজনীতি চক্রের প্রভাবে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতাহীনতা এবং তদ্জনিত শেকড়সন্ধানী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিদগ্ধ জীবনযন্ত্রণা ও তা থেকে মুক্তির প্রয়াসকে তাঁর সাহিত্যধারায় উপজীব্য করে তুলেছেন। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী সমকালের দস্তর অনুসরণে অতীত ইতিহাসে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। বিষয়বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনাভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষাপ্রবণ বৈশিষ্ট্যের ফলে মহাশ্বেতা দেবী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যূপকাষ্ঠে ছিন্নভিন্ন নারী সত্তার অন্তর্ভেদী স্বরকে নিপুণভাবে মহাকাব্যিক ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন। সমাজ সংলগ্না এ ঔপন্যাসিক সহজেই নারীর হার্দিক আর্তস্বর ও ক্ষমতার স্তরকাঠামোয় নারীর অবমূল্যায়নকে তাঁর উপন্যাসে উপজীব্য করে তুলেছেন- যাতে লৈঙ্গিক বিভাজনে দেহকেন্দ্রিক রাজনীতিচর্চার (Body Politics) পরিচয় মেলে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত *নটী (১৯৫৭)* উপন্যাসেই উপনিবেশিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আরোপিত লৈঙ্গিক বিভাজননীতি, প্রয়োগপদ্ধতি, জৈব রাজনীতিচর্চার সূক্ষ্ম কৌশল ও লিঙ্গভিত্তিক কর্ম, পেশা, পরিচয় (Identity) অনুষঙ্গগুলো বহুমাত্রিক স্বরে উদ্ভাসিত হয়েছে। *ঝাঁসির*

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়

রাণী-র অব্যবহিত পরে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে *নটী* উপন্যাস রচিত। এ রচনাতেও লক্ষ্মীবাঈ আছেন কিন্তু *নটী* লক্ষ্মীবাঈ এর কাহিনি নয়; রাজদরবারের নর্তকী আর এক সাধারণ সৈনিক খুদাবক্সের বিয়োগান্ত প্রণয়বৃত্তান্ত। অতীত ইতিহাসের ক্যানভাস আঁকার অনুপুঙ্খ সচেতনতাই যেন মহাশ্বেতা দেবীর মূল আকর্ষণ। বিগত চার-পাঁচশো বছরের রাজ-শাসন তথা সামন্ত সভ্যতার ধ্বস্তভগ্ন স্থাপত্যচিহ্ন যেসব অঞ্চলে অক্ষত, প্রথম পর্বের উপন্যাসের কাহিনি-বীজ খুঁটে নেওয়ায় সেই রাজপুতনা অঞ্চল মহাশ্বেতার ইতিহাস আখ্যানের পছন্দের অধিক্ষেত্র। *নটী*'র কাহিনির প্রেক্ষিত ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ এবং এ মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী বিধৃত করেছেন মোতি ও খুদাবক্সের প্রেম ও পরিণতিকে। ঝাঁসীর তোপখানার হাবিলদার খুদাবক্স এবং ঝাঁসীর রাজপরিবারের নটী মোতি। ঔপন্যাসিক তাদের প্রেমকাহিনির সূত্রে চিত্রিত করেছেন উনিশ শতকের জনজীবনকে– যেখানে ঝাঁসীর রাণী থেকে শুরু করে গোলন্দাজ গোলাম ঘৌস পর্যন্ত সকলেই সে জনজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ইংরেজ সাহেবদের নিষ্ঠুর অত্যাচার, গরীব চাষীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং সাধারণ চাষীদের লাঙ্গল ছেড়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে নির্মম অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নির্মমতার লড়াই চিত্রও এখানে স্পষ্টতর হয়। এ উপন্যাসে 'ইতিহাসের কাহিনি হয়ে ওঠে প্রতিদিনের জনজীবনের হাসি-কান্নার, বিরহ-মিলনের, প্রাণময় ছবি।' (নির্মল ঘোষ, ১৯৯৮: ৪১) দেখা যায়, রূপসর্বস্ব নায়িকা নর্তকী মোতিকে। মহাশ্বেতা দেবী কোনো তাত্ত্বিক রূপরেখার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাহিত্যরচনা করেননি; নিপীড়িত-অসয়হায় মানুষকে তিনি নির্মোহভাবে তুলে ধরেছেন। *নটী* উপন্যাসের যেহেতু পুরোটাই ঔপনিবেশিক কাল, তাই এ উপন্যাসের কাহিনিসূত্রে নর-নারীর যে জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে নারীহৃদয়ের কথাই কেবল প্রকাশ পায়নি বরং নারীর প্রতি লৈঙ্গিক বিভাজিত সমাজের আরোপিত নিয়ম-নীতি-অনুশাসনের করাল গ্রাসে আবদ্ধজীবন প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি পুরুষের দেহকে ব্যবহার করে কীভাবে ঔপনিবেশিক শক্তি ক্ষমতা কাঠামো রক্ষা করতে উদ্গ্রীব হয়ে থাকে এবং তদ্জনিত পুরুষের শারীরিক-মানসিক-স্বাপ্নিক অবস্থার ভয়াবহ প্রতিচিত্র নির্মিত হয়েছে। ফলে *নটী* উপন্যাসের আদ্যোপান্তে একদিকে প্রকাশিত পেয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন, দেশীয় সামন্তশ্রেণির ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার দ্বন্দ্ব, পাশাপাশি উন্মোচিত হয়েছে উপনিবেশ কবলিত সমাজে লিঙ্গ-পরিচয় সংকট (Gender Identity Crisis) ও দেহ রাজনীতির চর্চার স্বরূপ। মহাশ্বেতা দেবী এ উপন্যাসে নারী চরিত্র নির্মাণে বেছে নিয়েছেন প্রচলিত সমাজপ্রবাহের নারী নির্মাণের পথপ্রবাহকে– যা বিশ্লেষণে সমাজে নারী-পুরুষের সহাবস্থান সৃষ্টি, নারীর প্রতি সকল বৈষম্যমূলক আচরণ ও দেহরাজনীতি চর্চার অপকৌশলকে উন্মোচিত করার পথ নির্মিত হয়।

নটী উপন্যাসের মহাকাব্যিক ক্যানভাসে মহাশ্বেতা দেবী বহুমাত্রিক বিষয়বিন্যাসকে তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক-সমাজসংস্কারক ও অধিকার সচেতন সাহিত্যিকের ভূমিকায়। এ উপন্যাসের আদ্যোপান্তে শ্রেণিতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বন্দি দাসজীবন, সামন্ততন্ত্রের বিপরীতে প্রান্তিক নারীর অসহায়ত্ব ও অন্তর্দাহ, নারী প্রেম, প্রান্তিক প্রতিবাদী নারীস্বর, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সহানুভূতি, নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বান্দ্বিক টানাপড়েন, প্রবাহমান পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে যাপিত জীবন ও তা থেকে উত্তরণের অনিঃশেষ চেষ্টার প্রতিচিত্র নির্মিত হয়েছে। পাশাপাশি সম্ভ্রান্ত পরিবারতন্ত্রের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, মহাজনি শাসকচক্র, নির্মমতা, হত্যাকাণ্ড, অমানবিকতার বিপরীতে যমুনা তীরবর্তী জনজীবনের চালচিত্র ও তাদের চরম খাদ্যসংকট, পেশা পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরকারি চাকুরির নামে শোষিত শ্রেণির দৈহিক-ক্ষমতার কৌশলী ব্যবহার-প্রয়োগ, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও অত্যাচার-নিগ্রহ-নিপীড়নের বলয়ে আবদ্ধ মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের মুক্তিপ্রচেষ্টার জীবনভাষ্যও এ উপন্যাসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তিনি উপন্যাসে ইতিহাসকে উপজীব্য করেই থেমে না গিয়ে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে নতুনতর

ভাষ্যে সমৃদ্ধ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা-অসাম্প্রদায়িকতার মধ্যেকার বৈপরীত্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রভেদ, নব্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া জীবন, ধর্মীয় সংস্কার, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার অনুষঙ্গকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতিচর্চা তাও সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়েছে। ইতিহাস-ঐতিহ্য, সতীদাহ প্রথার কুফল, লৈঙ্গিক বিভাজন (Gender Discrimination), বায়ো-পলিটিক্স (জৈব-রাজনীতি), ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অভিবাসন প্রভৃতি বিষয়বৈভবও এ উপন্যাসের মৌল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এসকল বিষয়ের অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে চরিত্রের 'লিঙ্গ পরিচয় সংকট' ও 'দেহ-রাজনীতি' চর্চার অপপ্রভাব, ও ব্যক্তিক হৃদয়ের হার্দিক রক্তক্ষরণই চিহ্নিত হয়। মহাশ্বেতা দেবী এ উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলো কীভাবে নির্মাণ করেছেন? পুরুষতন্ত্রের আরোপিত নারীত্বের ধারণা থেকে উপন্যাসের নারী চরিত্র বিশেষত মোতি বের হতে পেরেছে কিনা? এবং এ উপন্যাসে 'লিঙ্গ পরিচয়' ও 'দেহ-রাজনীতি' চর্চার সূক্ষ্ম প্রয়োগগত কৌশলগুলো কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সে লক্ষ্যে গবেষণা ফলাফলের দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

২.

নারীবাদ (Feminism) হলো নারীর প্রতি সকল প্রকার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্যের প্রতি সোচ্চার প্রতিরোধ, বিরুদ্ধাচারণ এবং পুরুষের পাশাপাশি সমাজে নারীর সহাবস্থানকে বোঝায়। নারীবাদী তত্ত্বের একটি অন্যতম মূল ধারণা 'লিঙ্গ পরিচয়'। নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে সমাজে নারী ও পুরুষের আচার-আচরণ, প্রত্যাশা, ভূমিকা সমাজ দ্বারা নির্ধারিত হয়; জৈবিকতার দ্বারা নয়। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোকে শক্তিশালী করে ও প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাবে নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়। এ তত্ত্ব একদিকে যেমন উপনিবেশিকতা ও পিতৃতন্ত্রের দ্বৈত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তেমনি অন্যদিকে দেখায়– কীভাবে উপনিবেশিক শাসকেরা নারীদেহ ও পুরুষেরা তাদের 'লিঙ্গ পরিচয় ও ক্ষমতা'কে ব্যবহার করে শ্রেণিদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। 'বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নারীর প্রতিকূল অবস্থা ও ভূমিকার গুরুত্বকেও নারী আন্দোলন বিশ্লেষণ করে।' (বেগম আকতার কামাল, ২০১৪: ২৪০-২৪১) ব্রেটি ফ্রীডানের *The Feminine Mystique (1963)* ও শুলামিথ ফায়ারস্টোনের *The Dialectic of Sex (1970)* গ্রন্থে মূলত পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়– ১. 'জৈব পরিচয়, ২. অভিজ্ঞতা, ৩. প্রতিবেদন, ৪. অবচেতন এবং ৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।' (তপোধীর ভট্টাচার্য, ২০১৯: ১৬৬) ফলে নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা উপনিবেশিকতা ও পিতৃতন্ত্রের ছেদবিন্দুতে নারীর অবস্থানকে সনাক্ত করতে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং নারী নিপীড়নের কারণ অনুসন্ধান করে। দেহ-রাজনীতি (Body-Politics) বলতে সাধারণত রাষ্ট্রীক, ধর্মকেন্দ্রিক বা উপনিবেশিক শক্তির দ্বারা ক্ষমতাকাঠামো পরিচালনা, বিস্তৃতি ও রক্ষার্থে মানবদেহকে নিয়ন্ত্রণে আবার কখনো শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখে ব্যবহার করাকে বোঝায়। উপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে 'পুরুষ' দেহকে 'ক্ষমতা প্রদর্শন' কিংবা নারীদেহকে 'যৌনসম্ভোগের বস্তু' হিসেবে বিবেচনা করা হতো। দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে উপনিবেশবাদীরা উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণ, শারীরিক শ্রমের শোষণ, যৌনতার নিয়ন্ত্রণ, পরিচয় ও শ্রেণি বিভাজনের মতো ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করে দেহ-রাজনীতির চর্চা চালু রেখেছিলো:

> Foucault's marginalisation of colonialism and empire to explore questions of the relations between biopower, sexuality and the colonial treatment of sexuality in racism of the state. The regime of biopolitics that consists in the management of bodies includes technologies that (re)produce life under the administrative control of the colony. (Foucault 1998: 07)

ফলে উপনিবেশিতদের অক্লান্ত শ্রম ও যৎসামান্য মজুরি (যা দিয়ে কেবল দেহযন্ত্রকে সচল করে রাখা যায়), নারীদেহকে পুরুষ সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা ও ক্ষমতাশীল পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষার বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা, গায়ের রং, পোশাক, অলঙ্কার ও অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করে নারীত্ব ও পুরুষত্বের সংজ্ঞায়ন এবং সামাজিক বিভেদনীতি প্রণয়ন করে। দেহ রাজনীতির এসকল কূটকৌশল মহাশ্বেতা দেবীর *নটী* উপন্যাসে সাবলীল ভাব ও ভাষাভঙ্গিতে প্রকটিত হয়েছে।

'উপনিবেশের সম্পদের উপর দখল কায়েম করাই উপনিবেশায়নের প্রধান লক্ষ্য।' (নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, ২০২৩: ৮৭) উপনিবেশ শাসিত সময়ে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির দ্রুত বদল ঘটে এবং বিভিন্ন লৈঙ্গিক চিহ্নায়নের সামঞ্জস্য ও সংঘাতের চরিত্র অনবরত বদলে যায়। এ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে উপনিবেশিক শাসনামলে ইউরোপকেন্দ্রিকতার ছাঁচে লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণা পুনর্গঠিত হয়। এ সময়ে মূলত উপনিবেশবাদীরা তাদের পিতৃতান্ত্রিক ও বাইনারী লিঙ্গ ধারণাকে (পুরুষ/নারী) উপনিবেশিত সমাজে চাপিয়ে দেয়– যা স্থানীয় জৈবিক বহুত্ববাদী লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণাকে অস্বীকার করে মনস্তাত্ত্বিক পরিচয়কে প্রাধান্য দেয়। উপনিবেশ শাসিত পুরুষতন্ত্রের আরোপিত লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণা, নারী ও পুরুষ চরিত্রের মধ্যকার দৈহিক-চারিত্রিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যই মহাশ্বেতা দেবীর এ উপন্যাসে কখনোবা প্রভাবিত, সংকুচিত ও সংকটাপন্ন অবস্থায় ধরা দেয়। এ উপন্যাসে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ বিভাজন নয় বরং জৈবিক লিঙ্গ ধারণার মধ্যে থেকেই নারীসত্তাকে 'দুর্বল ও হীনরূপে' এবং পুরুষকে 'ক্ষমতার প্রতীকরূপে' চিহ্নিত করা যায়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র খোদাবক্স পুরুষতন্ত্রের আরোপিত পুরুষের ক্ষমতাকাঠামোর সীমানা ভেঙে নর্তকী/নটী মোতিকে নিয়ে বিবাহোত্তর সংসারযাপনের স্বপ্ন দেখেছে। অন্যদিকে নর্তকী মোতি খোদাবক্সকে নিয়ে সংসার করার সামাজিক বিধি-বিধান না পাওয়ায় তার মধ্যে সামাজিক পরিচয় সংকট (Social Identity Crisis) সৃষ্টি হয়েছে।

৩.

মহাশ্বেতা দেবী ১৯৪৪ সালে প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী বিনয় রায় ও রেবা রায়চৌধুরীর সান্নিধ্যে 'গণনাট্য সংঘের নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে যোগ দেন।' (নির্মল ঘোষ ১৯৯৮: ২৫) ফলে বলা যায়, তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন নর্তকীজীবন। অনুধাবন করেছেন– অর্থনৈতিক কাঠামোর জালে আবদ্ধ ও শ্রেণিশোষণ কাঠামোর প্রান্তস্থানীয় অবেহলিত নারী জীবনযাপন। প্রান্তিক নারী নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বেছে নেয় নর্তকীপেশা– যে নর্তকী পেশার উৎসমূল পুরুষতান্ত্রিকতার উৎকর্ষ ও মনোরঞ্জনের তাগিদে। নর্তকীকে রাজদরবারের অন্তঃপুরে বন্দি হতে হয়। বিশেষত নারীর শারীরিক সক্ষমতা ও দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পরিচালিত হয় ক্ষমতাশালী-বিত্তবান পুরুষের আত্মিক-মানসিক-শারীরিক সম্ভোগ। নারীর লৈঙ্গিক আচার-আচরণ ও দেহকাঠামোকে ব্যবহার করে শুরু হয় 'লিঙ্গ ও দেহ রাজনীতি'। যৌবন উদ্দীপ্ত মালিকের অর্থের বিনিময়ে নর্তকীরা তাদের কর্ম পরিচালনা করলেও এসকল প্রান্তিক নারীরা ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতাপে হারায় ব্যক্তিস্বাধীনতা। সমাজে নারীর রূপ-সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত হয় পুরুষের জন্য; তার নিজের জন্য নয়। এ উপন্যাসে নারীর ব্যক্তিক আচার-আচরণ, কর্ম-প্রবৃত্তি, দৈহিক মনো-কামনা, গতিবিধি, মতামত প্রকাশ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক পুরুষতন্ত্রের মতাদর্শানুযায়ী; নারী কেবল যৌন সম্ভোগের উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অথচ 'লিঙ্গধারণা' অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের নিজ দেহের প্রতি অধিকার রয়েছে। নটী উপন্যাসে বিধৃত নর্তকীজীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তাদের নিজেদের দেহের উপর পুরুষতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে এবং তাদের অধিকারকে খর্ব করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মনে করেন:

> Standards of beauty describe in precise terms the relationship that an individual will have to her own body. They prescribe her motility, spontaneity, posture, gait, the uses to which she can put her body. They define precisely the dimensions of her physical freedom. And of course, the relationship between physical freedom and psychological development, intellectual possibility, and creative potential is an umbilical one. In our culture, not one part of a woman's body is left untouched, unaltered. No feature or extremity is spared the art, or pain, of improvement,,. From head to toe, every feature of a woman's face, every section of her body, is subject to modification, alteration. This alteration is an ongoing, repetitive process. It is vital to the economy, the major substance of male-female differentiation, the most immediate physical and psychological reality of being a woman. (Dworkin, 1974: 113–14)

যেহেতু 'সমাজ-সমকাল এবং লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্মিতিতে অর্জিত জীবনদর্শনের শব্দরূপ তাঁর সাহিত্যকর্মে' প্রতিফলিত হয় (হোসনে আরা ২০১৮: ২৭) ফলে এসবের ঐকান্তিক তাগিদে ক্ষমতাতন্ত্রের নিগঢ়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, আত্মপীড়ায় জর্জরিত ও পুরুষশাসিত সমাজসৃষ্ট আরোপিত নিয়মের অন্তর্দাহে ভস্মিভূত সেই প্রান্তিক নারীর মর্মব্যথা ও অসহায়ত্বকেই মহাশ্বেতা দেবী তুলে ধরেছেন নিপুণভাবে। জমিদারী অন্দরমহলের চাকচিক্যময়-আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে নর্তকীদের জীবনের হতাশাগ্রস্ত-অন্ধকারময় জীবনবাস্তবতাকে তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে:

> নবীন যৌবন মালিকের টাকার বিনিময়ে তারা মুজরো করত শিসঘরে বসে, নাচত, গাইত, সরাব ঢালত কাচের পেয়ালায় আর মিঠে মিঠে কাজলাদিঠি ছুঁড়ে দিতো। যৌবন ফুরিয়ে গেলে, বা মালিকের মর্জি বদলালে তাদের দিনও ফুরিয়ে যেতো। (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ১৮৪)

জৈবিক সত্তা কখনো কখনো সামাজিক অনুশাসনের শৃঙ্খলাকে ভাঙতে চায়। নর-নারীর প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে দেহধর্ম কখনো কখনো ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের সীমানাকে অতিক্রম করতে চায়। নারী ধীরে ধীরে অনুধাবন করে স্বীয় সৌন্দর্য ও শরীর সম্পর্কিত নিজ অধিকারবোধ। *নটী* উপন্যাসের ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে জানকী উপলব্ধি করে সমাজে তার সৌন্দর্য কেবল সামন্তরাজাদের চাকচিক্যময় সোনার খাঁচায় বন্দি। 'Taught from their infancy that beauty is woman's sceptre, the mind shapes itself to the body and, roaming round its gilt cage, only seeks to adorn its prison. (Wollstonecraft, 1988: 55–7) ফলে জানকী ঔপনিবেশিক শাসিত সমাজের আকরবদ্ধ প্রথা-অনুশাসনের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মধর্মের কথা শুনেছে; সামাজিক নিয়ম-নীতির বিপরীতে নর-নারীর ব্যক্তিক প্রেম তথা দেহধর্মই প্রধান হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী জানকী ও ইউসুফের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপনে ধর্মীয় বিভাজন ভেদ করে পুরুষের প্রতি নারী প্রেমের নিদর্শন স্থাপন করেছেন। জানকী নারী হিসেবে সামাজিক ধর্মীয় অনুশাসন নয় বরং তার যৌবন ধর্মের কথা শুনেছে। জানকী উপলব্ধি করেছে 'সুন্দরী রমণী' কেবল প্রিয়া এবং বিবাহিতা পত্নী কেবল 'বংশধর আনবার' জন্যই কেন হবে:

> সেই ঐতিহ্য নিয়ে বিধর্মীর সঙ্গে কেমন করে ঘর বাঁধল জানকী?..ইউসুফের সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়েছে জানকী, সেখানেও সে তার ধর্মকে মেনেছে। এই ধর্ম যৌবনের। যৌবন অল্প কয়দিনের জন্য আসে বটে, কিন্তু তার দাবিই কী কম? হিরের কঙ্কণ, মোতির মালায় কী সুখ বাঁধা পড়ে? উনবিংশ শতকের বাল্যকাল। মর্মরকোঠায়, মণিকক্ষে নারীদের শুধু প্রিয়া হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার দিয়েছে সামন্ততন্ত্র। সুন্দরী রমণী হবে প্রিয়া এবং বংশধর আনবার জন্য বিবাহিতা পত্নী হবে জননী। (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ১৯১)

এখানে, জানকী চরিত্রের মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর নারীত্ব-ই প্রকট হয়ে ওঠে– যা সমাজে নারী-পুরুষের সহাবস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক পথ তৈরি করে। পুরুষের ভোগমানসিকতা সংবলিত চিন্তার বিপরীতে নারীকে ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহারের বিরুদ্ধে জানকীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ভাস্বর হয়ে উঠেছে। নারী হিসেবে জানকী তার যৌবন ও আত্মস্বাধীনতার পথকে সনাক্ত করেছে। অন্যদিকে দেখা যায়, পুরুষের শাসনতন্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত নারীরাও পুরুষশাসিত-আরোপিত অনুশাসনকে ক্ষমতাকাঠামোর মৌলিক নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা স্থানান্তরিত করেছে। মানুষ হিসেবে নারীর যে মৌল প্রবৃত্তি (আবেগ, অনুভূতি, কামনা, বাসনা) তা গুরুত্বহীন ও কখনো কখনো তা অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রেমে দগ্ধ, বিরহী খুদাবক্স যখন অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা করে তখন পথিমধ্যে তার কর্ণগোচর হয়:

> কোথাও শাশুড়ি তিরস্কার করছে বৌকে যে, সে কেন নিলাজ হয়ে বাপের গাঁয়ের মানুষ দেখলেই ছুটে গিয়ে কথা কইল? বাপের বাড়ি বলতে কি অতই টান? (মহাশ্বেতা দেবী ২০০৩: ২৩৮)

অর্থাৎ, মেয়েদের বিবাহের পর তার বাপের বাড়ি কিংবা গ্রামের লোকের সাথে সম্পর্ক রাখা, কিংবা দেখা হলে আবেগ-উল্লাস প্রকাশ করাও যেন ট্যাবু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বিবাহের পর একজন নারীর বাপের বাড়ির প্রতি টান থাকতে কিংবা দেখাতে নেই। শাশুড়ি পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ যে জীবন অতিক্রম করেছে সেও চায় তার পুত্রবধূও একই জীবনই অতিবাহিত করুক। এখানেই ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর বর্ণনাকৌশল ও প্রকাশরীতির চাতুর্যতা অধিক প্রকটিত হয়। তিনি খোদাবক্সের চলতি পথে কর্ণগোচর করিয়েছেন উপর্যুক্ত সংলাপ– যাতে পুরুষের মনে এই প্রশ্নের উত্তর তৈরি হয় যে, একজন নারী জন্ম থেকে বিবাহপূর্ব যে পরিবার-প্রতিবেশের মধ্যে লালিত হয়েছে তার প্রতিও নারীর প্রেম ভালোবাসা প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে– ঠিক যেমনটি খোদাবক্স তাঁর নিজ পিতৃভিটার প্রতি অনুভব করে। বলা যায়, মহাশ্বেতা দেবী খোদাবক্সের চলতি পথে কানে আসা সূক্ষ্ম ধ্বনিতে পুরুষতন্ত্রের অনুশাসনের দেয়ালে সজোরে ধাক্কা দিয়েছেন– যাতে সমাজে নারী-পুরুষের সহাবস্থান তৈরি হয়।

নটী উপন্যাসের অন্যতম নর্তকী চরিত্র চন্দভানজি পুরুষতন্ত্রের শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলে বন্দি কঠিন জীবনযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে। সে স্থানীয় সরকার ক্ষমতার অধীনে পূর্বপুরুষানুক্রমিক নর্তকী পরিচয়কে বহন করে গিয়েছে। রাষ্ট্র আরোপিত নিয়মকানুন-বিধি-নিষেধের মধ্য স্বীয় নারী সত্তাকে বিসর্জন দিয়েছে। তা সত্ত্বেও চন্দ্রভানজির কড়া অনুশাসনের মধ্যে মোতিকে চন্দ্রভানজির অনুরূপ জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। নারীত্বের ওপর পুরুষ আরোপিত সামাজিক বিধিনিষেধের বাইরে চন্দ্রভানজি আসতে পারেনি এবং মোতিকেও পুরুষতন্ত্রের বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়েই গড়ে তুলেছে। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে 'নারীর ভাষা-শরীর-চেতনা, নারীর জগৎ পুরোপুরি পুরুষের ছায়ার আচ্ছন্ন বলে নারী শেকলকে কখনও শেকল বলে অনুভব করেনি। বরং শেকলের বন্দনা করেছে নানা ভঙ্গিতে নানা রূপকে।' (তপোধীর ভট্টাচার্য, ২০১৯: ১৫৮) কিন্তু পুরুষশাসিত বৈষম্যহীন সমাজের শেকল ভেঙে মোতি নিজের নারীত্বের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। খোদাবক্সের প্রতি তীব্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষাই মোতিকে তার নারী সত্তার প্রতি সচেতন করে তুলেছে। মহাশ্বেতা দেবী কেবল নারীকেই নয় বরং নারী ও পুরুষের পারস্পারিক সহাবস্থানকে দেখিয়ে পুরুষ চরিত্রের প্রণয়, প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে মোতি চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন। সেজন্য মোতি উপলব্ধি করেছে ক্ষমতাশীলদের কাছে সে কেবলই 'বেতনভোগী নর্তকী মাত্র':

> আট বছর বয়সে আমাকে এনেছেন চন্দ্রভানজি। বড়ো বিধিনিষেধ আর কড়া পাহারায় থেকেছি খুদাবক্স। শাসন আর নজর মানতে শিখেছি।...রাজার নাটে আমরা নাচওয়ালি, কীই জীবন বলো, কীই বা জানতাম!
>
> - কবে থেকে বুঝলে মোতি যে, তুমি কিছু জেনেছ?
>
> - হ্যাঁ, খুদাবক্স, তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর জেনেছি যে, আমার জীবনেরও মূল্য আছে। (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ২২২)

যৌনক্রিয়া সম্ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতা দীর্ঘকালের। মূলত পুরুষশাসিত সমাজের বিধিবদ্ধ ভিত্তিমূলে পুরুষের যৌনচাহিদা নিবারণের উপায় হিসেবে একাধিক নারীদেহ সম্ভোগের উপায় থাকলেও নারীর ক্ষেত্রে তা রাখা হয়েছে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ করে; পুরুষের একাধিক বিবাহের প্রচলন থাকলেও নারীকে সমাজিক বাধ্যবাধকতার কবলে বেছে নিতে হয়েছে সতী হওয়ার আত্মদগ্ধ পথকে। বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষ যৌবনোত্তীর্ণ সময়ে বিয়ে করতে পারলেও নারীর ক্ষেত্রে তা কেবল কৈশোর ও যৌবনের প্রাথমিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত কালকেই বিশেষভাবে পরিগণিত ও বিবেচ্য করা হয়েছে। ফলে লিঙ্গ-রাজনীতির এ পর্যায়ে পুরুষ কেবল নারীদেহকে তার আত্মসম্ভোগ ও ক্ষমতাকাঠামো প্রতিষ্ঠার উপাদান-উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। উপন্যাসে অযোধ্যাকুমারীর সতী হওয়ার কিংবদন্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে মাখনের মায়ের সতী হওয়ার হৃদয়বিদারক-অমানবিক প্রতিচিত্র উঠে আসে। অযোধ্যাকুমারীকে নেশাগ্রস্ত করে সহমরণে পাঠিয়ে তার স্বামীর বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে তার দেবরেরা, মন্দির গড়ে সে মন্দিরের অধিকারী হয়েছে বাবা। এখানে, সতীদাহের সঙ্গে সামাজিক-অর্থনীতির যে যোগসূত্র নির্মিত হয়েছে তার পিছনেও সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে জৈব-রাজনীতি। কারণ, জৈব-রাজনীতি (Bio-Politics) মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) প্রবর্তিত এমন এক ধরনের রাজনীতিচর্চা– যা জীবনের উপর রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক আরোপিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেখানে শরীর, যৌনতা, জন্ম, মৃত্যু, স্বাস্থ্য, প্রজনন ইত্যাদি বিষয়গুলো রাষ্ট্র বা সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সহজভাবে বলতে গেলে, জীবন ও শরীরের উপর আর্থ-সামাজিক শাসন সৃষ্টি করার সূক্ষ্ম কৌশলকে বোঝায়। জার্জিও আগামবেনের (জ. ১৯৪২) *Homo Sacer* ধারণায় তিনি দেখিয়েছেন, সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষকে এমন জায়গায় ঠেলে দেয় যেখানে তাদের জীবন 'মরার যোগ্য' বা 'Bare Life' বলে বিবেচিত হয়। *নটী* উপন্যাসে অযোধ্যাকুমারীকে সহমরণে পাঠানো এবং অযোধ্যাকুমারীর সতী হওয়ার কাহিনি শুনিয়ে মাখনের মাকে জোরপূর্বক সহমরণে উদ্বুদ্ধকরণের মধ্যে দিয়ে দুই নারীর শরীরের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব আরোপের বিষয়টি উন্মোচিত হয়- যাকে 'Control over the female body' বলা হয়। এক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাপটে অযোধ্যাকুমারী ও মাখনের মায়ের জীবনের নিয়ন্ত্রণে এনে দখলদারি রাজনীতি কায়েম হয়েছে। মাখনের মায়ের সহমরণের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাকে নয়, বরং ভাষাগত শাসনের (Ideological violence) মাধ্যমে তাকে সহমরণের জন্য প্ররোচিত করেছে। অযোধ্যাকুমারীর সতী হওয়ার অমর কিংবদন্তি শুনিয়ে মাখনের মায়ের 'মন' ও 'শরীর'কে সহমরণের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে। ফলে এ উপন্যাসে বর্ণিত সতীদাহ প্রথার অন্তরালে জৈব-রাজনীতির প্রায়োগিক কৌশলটি উন্মচিত হয়ে ওঠে। প্রতীয়মান হয়– নারীর শরীর, জীবন, মৃত্যু ও যৌনতা– সবই পুরুষতন্ত্রের ব্যবস্থাগত শাসনের অধীন, যার একমাত্র লক্ষ্য পুরুষতান্ত্রিক ও শ্রেণিভিত্তিক সুবিধা অর্জন। মিশেল ফুকোর ভাষায় যা *Discourse Shapes Bodies* এর অন্তর্ভুক্ত। এ উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী সতীদাহ প্রথার ভয়াবহ কুফল তুলে ধরলেও এর অন্তরালে জৈব-রাজনীতির এ বৈষম্যমূলক, কূটকৌশলক-ই প্রকটিত হয়। পুরুষশাসিত সমাজের আবদ্ধতায় চলমান ও অনুধাবনহীন

নারী সমাজের এ লিঙ্গ-রাজনীতির কূটকৌশল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিকের মৌল প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়ঃ

> অযোধ্যাকুমারী ছিল মাত্র বছর দশকের মেয়ে। কিন্তু তবু সে রেহাই পায়নি। স্বামী মরতেই সে আমের ডাল হাতে লাল কাপড় পরে পিঁড়িতে বসে বলেছিল, সৎ সৎ সৎ। শেষ সময়ে ভয় পেয়েছিল। লাফিয়ে উঠে পালাতে চেয়েছিল বাপের কাছে। তবু সেই বাপই তাকে জোর করে ধরে এনে চিতায় তুলে দিয়েছিল। ঢাক ঢোলের শব্দে তার কান্না শোনা যায়নি।.. অযোধ্যাকুমারীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মাখনের মাকে বুঝিয়েছিলো তার শাশুড়ী ননদ।.. বড়ো ধুমধাম করে তারা নিয়ে গিয়েছিলো মাখনের মা-কে। ভাশুর খুলে নিয়েছিল গহনা, আর শ্বশুর তার হাত ভরে তামার পাই ঢেলে দিয়েছিল। (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩ঃ ১৯৫)

ক্ষমতাকাঠামোর শ্রেণিবিন্যাসে নারীর যে প্রান্তস্থানীয় অবস্থান– তাতে নারীর সংজ্ঞায়ন, বৈশিষ্ট্যকরণ, ও কর্মতালিকা প্রণয়নে পুরুষের আত্মস্বার্থ, মনন ও চিন্তনের সহায়ক-সহধর্মী অথচ সমপর্যায়ভুক্তের বাইরে অধিষ্ঠিত। সহধর্মী হওয়ার ক্ষেত্রে নারীকে তাই হতে হয় আর্কষণীয়া, গৌরবর্ণা। পনেরো বছরের নব্যবিবাহিতা দুঃখীয়াকে স্বামী সংসার থেকে বিতাড়িত হতে হয়। 'সুন্দর দেহ' থাকা সত্ত্বেও স্বামী কর্তৃক দুঃখীয়ার পরিত্যাগ হওয়ার কারণ হিসেবে দেহের কালো বর্ণকে চিহ্নিত করা যায়। 'বিয়ে হয়েছে, স্বামী নেয়নি, এমনি কোনো গোলমাল আছে। রঙ কালো, স্বাস্থ্য সুন্দর, বয়স বড়োজোর পনেরো হবে।' (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩ঃ ২৫৮)

পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষই কেন্দ্রস্থানীয়। তারা মনে করে শাসনকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষার গুরুভার কেবলই পুরুষের ওপরই বর্তায়। ফলে কন্যাসন্তানের বিপরীতে সমাজে পুরুষসন্তান লাভের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং নারী কেবলই প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে সন্তান ধারণের 'যন্ত্র' বা 'মাধ্যম' হিসেবে। সন্তান উৎপাদনের প্রবণতা না থাকলে 'প্রিয়া/প্রিয়তমা' হিসেবে চিহ্নিত হয়। ব্রিটিশ শাসনের কবলে বিধ্বস্ত স্থানীয় সামন্ত রাজাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার লড়াই এ উপন্যাসের আদ্যোপান্তে উপস্থাপিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এ লড়াইকে অগ্রসর করতে কিংবা স্থানীয় রাজাদের শাসনক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে উঠে এসেছে দেহ ও লিঙ্গ পরিচয়ের কূটকৌশলী রাজনীতি। খোদাবক্সের মতো পুরুষদের দেহশক্তি কেবল শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের নিগড়ে বন্দি রাণীমার অন্তর্দাহকে মহাশ্বেতা দেবী এ উপন্যাসে প্রতীকায়িত করে তুলে ধরেছেন দেয়ালে টাঙানো পূর্বপুরুষের ছবির দিকে রাণীমার দৃষ্টিক্ষেপনের মধ্য দিয়ে। কারণ ঔপন্যাসিক জানতেন 'একটা না দেখা ওয়ার্ল্ড, কেউ জানে না, বোঝে না।' (নমিতা চক্রবর্তী, ২০১৭ঃ ১৭) তিনি তুলে ধরেছেন, সামন্তরাজারা কীভাবে রাণীকে কেবল ছেলে সন্তান উৎপাদনের যোগ্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। রাণীও পুরুষ-সন্তান উৎপাদনের মধ্য দিয়ে প্রজন্মের ধারাকে অব্যাহত রেখে নারীজন্মকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী রাণীর হৃদয়ের সে ক্ষত কে তুলে ধরেছেন। রাণীর ছেলে সন্তান না হওয়ার ব্যর্থতার চাবুক ছুড়েছেন অন্দরমহলের দেয়ালে টাঙানো বিগত হওয়া পূর্বপুরুষের ছবিগুলো। সামন্তরাজার পুত্রসন্তান না পাওয়ার তীব্র ভর্ৎসনায় জর্জরিত হয়ে উঠছে রাণীর মন। অথচ ছেলে সন্তান না হওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক ভাবে পুরুষই দায়ী। কিন্তু ক্ষমতাতন্ত্রের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত যে পুরুষ, এক্ষেত্রে তার দুর্বলতা প্রকাশের সুযোগ রাখেনি। মহাশ্বেতা দেবীর দৃষ্টি পড়েছে ক্ষমতার নিগড়ে বন্দি নারীর মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতেঃ

> নরম গালিচায় পায়চারি করে দেয়ালের দিকে ফিরে আছেন রানি। বিলম্বিত ছবিগুলোর দিকে বড়ো বড়ো চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁদের সকলের মধ্যে স্বামীর কথারই পুনরাবৃত্তি যেন ঝঙ্কৃত হয়- পুত্র চাই, বংশধর চাই, উত্তরাধিকার চাই! (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩ঃ ২২৫)

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশোত্তর পর্বে দৈহিকপ্রেম কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে মানবদেহ ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-প্রথা-অনুশাসনের উর্ধ্বে আত্মচেতনাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যে সমাজ ক্ষমতার বর্গীকরণে ব্যক্তিশরীরকে বাঁধতে চায়, সেই বাধাগ্রস্ত শরীরই সে বাঁধন ছিন্ন করতে উদ্দ্যমী হয়ে ওঠে; ব্যক্তির ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে চায়। এ উপন্যাসে মোতির মা রোশান এবং মোতি উভয়ই পুরুষ আরোপিত নারীত্বের অধিকার হরণের সমস্ত বাধা ভাঙতে চেয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়ে। মোতির মা রোশান সামাজিক বিভাজনকে ছিন্ন করে নবাব সামসুদ্দীনের প্রেমে পড়েছিলো কিন্তু সে প্রেমের পরিণতি পায়নি। ফিরোজপুরের তরুণ বেপরোয়া, সুপুরুষ নবাব সামসুদ্দীনের প্রেমে পড়ে রোশান। রোশান সামসুদ্দীনের প্রেমে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখলেও সামসুদ্দীন রোশান কে ত্যাগ করে আগ্রায় উপস্থিত কাশ্মীরের 'উনিশ বছরের উর্বশী' খ্যাত গুলের কাছে চলে যায়। রোশানকে ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে সামসুদ্দীনের রোশানের প্রতি ভালোবাসা নয় বরং নর্তকী হিসেবেই যে রোশান বিবেচিত হয়েছে- তা স্পষ্ট হয়। তাছাড়া নর্তকী, বাইজি পেশাজীবী নারীদের সামাজিক ভাবে স্বাভাবিক জীবনধারণের অধিকার রাষ্ট্রক্ষমতা দেয়নি। একইভাবে পাঠান বংশীয় রাষ্ট্রীয় সৈনিক খুদাবক্সের সাথে নর্তকী মোতি প্রণয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ হলেও খুদাবক্সের পালক পিতা তুল্য ঘৌস তাদের এ সম্পর্কের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নারী মোতি ও পুরুষ খোদাবক্সের ধর্ম-কর্ম-গোত্র সম্পর্কে সচেতন করে মোতিকে তাদের মধ্যাকর সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলে। ক্ষমতার প্রচণ্ড প্রতাপের ফলে ঘৌস মোতিকে তাদের প্রণয় সম্পর্ককে ছিন্ন করেতে বাধ্য করে। মূলত রাষ্ট্রক্ষমতাই তাদের সম্পর্কের মাঝে বাধা হয়ে দাড়ায়। কেননা রাষ্ট্রক্ষমতা রক্ষার্থে প্রয়োজন বলশীল, বীর্যবান, সুঠাম ও শক্তিধর রাজ্যসৈনিক, রাজ্যপ্রহরী। সৈনিকের সংসার ধর্মের চেয়ে রাজ্যধর্ম পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয়:

> Its most important area of domination was the mental universe of the colonised, the control, through culture, of how people thought. Economic and political control can never be complete or effective without mental control. To control a people's culture is to control their tools of self-definition in relationships to others. (Peters, 2015: 61)

নর্তকী, বাইজি কেবল সামন্তরাজাদের হস্তগত অধিকারবলে পাওয়া মনোরঞ্জিত হওয়ার বস্তু। পিতৃতূল্য ঘৌসও সেই পুরুষতন্ত্র দ্বারা শাসিত সমাজে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই মহাশ্বেতা দেবী মোতির সংলাপে ধরেছেন, প্রান্তিক নারী মোতির শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের মর্মস্পর্শী স্বর:

> আমি তার জন্যে সব ছাড়তাম, ঘর বাঁধতাম...সে আমাকে নিতে চাইলে কিন্তু তোমার কথা সত্যি মেনে আমি গেলাম না। নটী বলে আমাকে গালি দিয়ে সে বলে গেল আর তুমি নটী ভেবে করলে অপমান। তোমরা কেউ আমার মন বুঝলে না, হৃদয় দেখলে না। আমার সব পরিচয়, সবকিছুই ভেসে গেল, কারণ আমি নটী– আর তোমরা হলে কি না খাঁটি! (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ২৩৬)

যমুনা নদীর তীরবর্তী গ্রাম ও জনপদের প্রতিচিত্র এঁকেছেন মহাশ্বেতা দেবী। সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। সিপাহিগিরি তাদের মনের মতো পেশা। লেখাপড়ার কথা বললে তারা হা হা করে হাসে। ইংরেজ কিংবা সামন্তরাজাদের সৈনিক, সিপাহি হওয়ার শ্রেণিগত অধিকার এদের নেই, তাই তারা উৎপাদন কাজে জড়িত থাকে। এরা উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও কেবল ক্ষমতাকাঠামোর সর্বনিম্নস্থানীয় পর্যায়ে হওয়ায় তাদের উৎপাদিত পণ্য নিজেদের ঘরে না এসে সামন্তরাজাদের ঘরে যায়। ফলে সামন্তরাজারা কেবল ক্ষমতার বলে নিম্নস্থানীয় পুরুষদের দৈহিক শক্তি ব্যবহার করে রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো টিকিয়ে রেখেছে। 'তরবারি হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে

রাজারাজড়াকে সেলাম জানাবার ভাগ্য যাদের নেই তারা আজ চাষ করে। জোয়ান হাতে চাষ করে পরের গোলায় ফসল ভরে।' (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ১৮৭)

> The old metaphor of the 'body politic', found in Plato, Aristotle, Cicero, Seneca, Macchiavelli, Hobbes and many others, to a new metaphor: 'the politics of the body'. In the old metaphor of body politic, the state or society was imagined as a human body, with different organs and parts symbolising different functions, needs, social constituents, forces and so forth—the head or soul for the sovereign, the blood for the will of the people, the nerves for the system of reward and punishments, and so forth. (Borda, 1993: 188)

৪.

নারীকে যেখানে অবেহেলিত, হীনমনা, বলহীন, কামনার বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে এ উপন্যাসে পুরুষকে দেখানো হয়েছে দীর্ঘাকৃতি, শৌর্যবীর্যবান ও ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে। সমাজের ক্ষমতা কাঠামোতে পুরুষেরা 'মরদ' হয়ে উঠতে চায়। নারীর অন্তঃপুরের সংগ্রামী জীবনের চেয়ে পুরুষের বাহ্যিক ক্ষমতা, প্রতাপ ও সংগ্রামী জীবনের অনুষঙ্গই প্রধান হয়ে ওঠে। উপন্যাসের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মহাপরাক্রমশালী পুরুষের দোর্দণ্ড প্রতাপের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী– যাতে পুরুষশাসিত সমাজের পুরুষের অবস্থানের বিপরীতে নারীর প্রতি বৈষম্যময় আচরণ ও রীতিপ্রথা-ই প্রতিবিম্বিত হয়। জন্মের পর থেকে মৃত্যু অবধি একজন শিশু ক্রমশ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আরোপিত লৈঙ্গিক রাজনীতির শিকার হতে থাকে। শৈশবে যতটা না নারী পুরুষ বিবেচনায় সমাজ তাকে বিচার করে, কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত হয় শিশুর লৈঙ্গিক গুণাবলি, কর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ। লৈঙ্গিক বিভাজিত সমাজের আরোপিত এ প্রবণতাগুলোও এ উপন্যাসে উঠে এসেছে। দৃষ্টান্ত:

> তাদের পুরুষদের দীর্ঘ দেহ, চওড়া বুক, গৌরবর্ণ প্রশস্ত কপাল।...একেবারে শিশুকালের কথাটা জানা নেই। কিন্তু মরদ হলে তিনবার লড়তে হবেই হবে। ছেলেবয়সে বাপের সঙ্গে, যৌবনে স্ত্রীর সঙ্গে আর পরে ছেলের সঙ্গে। মরদের মতো মরদ হয়ে বাঁচতে হলে দুশমন দুটো একটা আসবেই জীবনে।...সে কেমন তলোয়ার যাতে চোট লাগে না! (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ১৮৯)

পুরুষতন্ত্র দ্বারা আরোপিত নারীর উপর কর্তৃত্বমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মোতির মধ্যে দিয়ে। মোতি পুরুষ কর্তৃত্বের মধ্যে দিয়ে নারী হিসেবে তার স্বতন্ত্র পরিচয় ও আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। পুরুষানুক্রমিক পেশাদারিত্বের বাইরে গিয়ে পাঠান বংশীয় খুদাবক্সকে ভালোবেসে নিজের সংসার গড়ে তুলতে চেয়েছে। সে পথে সৃষ্টি হয়েছে লিঙ্গ রাজনীতির জটিল কুটকৌশল; খোদাবক্স ও মোতির সম্পর্কের মধ্যে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ। মোতির স্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষা, প্রেমাবেগ, অনুভূতির মধ্যে দেয়াল তুলেছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামোর দৃঢ়মূলীয় শক্তি। ঘৌস তাই মোতি ও খোদাবক্সের প্রেমাবদ্ধ সম্পর্কের ছেদ টানতে মোতিকে বাধ্য করেছে। মোতিকে ক্ষমতাকাঠামোর নিম্নস্তরে এবং সামন্তরাজার মনোরঞ্জক হিসেবে চিহ্নিত করে তার লৈঙ্গিক ও সামাজিক অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে। মোতি বরাবরই তার নর্তকী পরিচয়ের বলয় ভেঙে খোদাবক্সকে নিয়ে নতুন করে ভিন্ন কোনো জায়গায় গিয়ে সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামো মোতির সে অধিকার থেকে; নর্তকী পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তার যে স্বাভাবিক নারীসত্তা রয়েছে, তা পরিস্ফুটিত করে সংসার করার অধিকার হরণ করতে চেয়েছে। কেননা, সৈনিক খোদাবক্সের সংসারজীবনে গমন অর্থ রাষ্ট্রীয় শক্তিকাঠামোর ভিত দুর্বল হওয়া। ঘৌস

সাহেব তাই মোতির ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ যে কেবল নারীর ভালোবাসায় আবদ্ধ থাকতে চায় না, নারীর স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না, চায় 'সম্মান-যশ আর প্রতিষ্ঠা'– সে বিষয়গুলোই ঘৌস মোতিকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষমাত্রই নারীহৃদয়কে যে হীনমনস্ক, অতিসংবেদনশীল, দুর্বল, ভীরুচিত্তের বলে মনে করে তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে ঘৌস সাহেবের উক্তিতে:

> -তুমি কী করবে মোতি? কী করতে পারো তুমি? কতটুকু বা তোমার ক্ষমতা?
> -ভালোবাসতে পারি।
>
> -এ ভালোবাসা দিয়ে সে করবে কী? এখান থেকে ওখানে ফিরবে কিছুদিন, তারপর তিসরাদিন ও-ই তোমাকে ধিক্কার দেবে। বলবে আমি পুরুষ। শুধু এখানে ওখানে বেইজ্জতি জীবন নিয়ে টক্কর খেয়ে ফিরলে আমার চলবে না। শুধু মুহব্বতে কী হবে মোতি, পুরুষ চায় সম্মান, যশ আর প্রতিষ্ঠা।... তুমি তো মেয়ে মোতি! সেদিন কেমন করে সইবে? (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ১৯০)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মোতি কেবলই নটী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে; নারী হিসেবে নয়। তাই সামন্তরাজার কাছে মোতির স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য অর্থহীন। উপন্যাসের বিস্তৃত কাহিনির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার নিয়মকানুন-আইনের মধ্য দিয়েই মোতির জীবন পরিচালিত হতে দেখা যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের পাশাপাশি লৈঙ্গিক পীড়নের কারণে পিতৃতন্ত্রের নিষ্ঠুর অত্যাচারও মোতিকে সহ্য করতে হয়– যা প্রথমদিকে (খোদাবক্সকে ত্যাগ করার সময়) তার আত্মমুক্তির সংগ্রামে বাধা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে, মোতির নারীসত্তার উদ্‌ভাসনের সঙ্গে ঘৌসের পীড়ন-প্রবণ পুরুষ-কেন্দ্রিক ভাবনার দ্বিবাচনিকতাকেও চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু রাজ্যশাসনের মধ্যে থেকেই মোতি আত্মসত্তার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। 'মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে নারী যখন প্রতিয়মান হয়, তখন নারীর বাস্তব অস্তিত্ব বিমূর্তায়িত উপস্থাপনার আড়ালে পড়ে ঢাকা পড়ে যায় না।' (তপোধীর ভট্টাচার্য, ২০১৯: ১৬৯) রাজার অনুশাসন অনুযায়ী ব্যক্তির লৈঙ্গিক অনুভূতি-পরিচয়, প্রকাশ্য ভাবাবেগ দমিত হওয়ার কারণে মোতি ও খোদাবক্স অন্তর্দ্বন্দ্বে পতিত হয়। ঔপন্যাসিক খোদাবক্সকে নির্মাণ করেছেন পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। যে পুরুষের দেহশক্তিকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখা প্রচেষ্টা চলমান সে পুরুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হবে– তা সরকারের আইন-নীতি বিরোধী। তাই সরকারের অনুগামী ঘৌস সাহেব খোদাবক্সকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে রাজ্যসরকারের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি, আইন-কানুনসমূহ– যাকে নর্তকী মোতি ও খোদাবক্সের সম্পর্ক ভাঙনের সহায়ক হিসেবে সনাক্ত করা যায়:

> হাওয়ার উপর ইমারত বানিও না বেটা, মোতিকে শাদি করতে দেবেন না বাবাসাহেব। বুঝছ না তুমি? আইন নেই, নিয়ম নেই, রাজা যা বলেন তাই হয়।... তুমি তাঁর হাবিলদার, আর মোতি দরবারের নটী স্বাধীন ইচ্ছেয় নিজেদের মধ্যে এরূপ মিলমিশ তিনি বরদাস্ত করবেন না। (মহাশ্বেতা দেবী ২০০৩: ২২৪)

'মহাশ্বেতা দেবী প্রতিবাদী জীবন ও সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ঘরানার লেখক।' (দিলরুবা খাতুন, ২০২৩: ১৫৬) দেহ-রাজনীতি চর্চার মূলে শাসকের ক্ষমতা হস্তগত করা ও ক্ষমতাহীন শোষিত মানুষদের আত্মনিয়ন্ত্রণে রাখার প্রবণতা চিরকালীন। এ উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের আড়ালে যাপিত অবহেলিত-নিপীড়িত মানুষের প্রাপ্য অধিকারহীনতার স্বরূপ একদিকে যেমন উন্মোচিত হয়েছে; অন্যদিকে দেখিয়েছেন, কীভাবে কোম্পানি সরকার কিংবা 'সামন্তবাদ' শ্রমজীবী মানুষের দেহশক্তিকে ব্যবহার করে ক্ষমতাকাঠামো বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। সমাজের অবহেলিত, উপেক্ষিত মানুষের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর

ছিল নিবিড় যোগসূত্র। ফলে তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের সামূহিক সংকট। 'সমাজের পিছিয়ে পড়া বর্গের মানুষজন, অবহেলিত, উপেক্ষিত, নির্যাতিত শ্রেণী, কিন্তু শুধু লেখাতেই নয় ব্যক্তিজীবনেও এদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একান্ত নিবিড়।' (শম্পা চৌধুরী ২০০৬: ২৩) ঔপন্যাসিক দেখেছেন মালিকপক্ষ কেবল শ্রমিকদের নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা, বেতনাদি দেয়– যাতে তারা কেবল দৈনন্দিন কাজকর্ম করা ও কোনো ভাবে দেহকে বাঁচিয়ে কিংবা টিকিয়ে রাখতে পারে। যদি শ্রমিকের অধিক সুবিধা প্রাপ্তির ফলে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়, তবে শ্রমিক মালিকের অধীনস্থ থেকে মুক্ত হওয়ার দিকে ধাবিত হতে পারে। তাই মালিকপক্ষের যে দ্বি-পক্ষীয় আচরণ– ১. ক্ষমতার প্রসার ও রক্ষার তাগিদে শ্রমিকের দেহ শক্তিকে কোনোরকম ভাবে টিকিয়ে রাখা ও ব্যবহার করা এবং ২. শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান অনুন্নত রাখা। লিঙ্গ-বিভাজিত দেহভিত্তিক প্রথাগত অনুমেয় শক্তিস্কেলের বিচারে পুরুষের দেহশক্তিকে ব্যবহার করে রাজনীতি চর্চার এ সূক্ষ্ম কৌশল মহাশ্বেতা দেবীর এ উপন্যাসে অবলোকন করা যায়। ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ পর্যবেক্ষণে উঠে আসে ফৌজে সিপাহিদের নিদারুণ হতাশার জীবনচিত্র। খুদাবক্স গিরধারীলালের বক্তব্যে প্রকাশ পায় কোম্পানির অপশাসন। যেমন:

> যখন ফৌজে সিপাহি হয়ে ঢুকেছিলাম, ভেবেছিলাম সুবেদার হয়ে বেরুবো। সাত বছর হয়ে গেল। এখন বুঝেছি, সুবেদার আর হবো না। মাসে সাত টাকা মাইনেতে ঢুকেছি। খাইদাই, কাপড়-লত্তা বাবদ বেনিয়া মুদির খাতা চুকিয়ে হাতে পেয়েছি বড়ো-জোর এক টাকা, কি দেড় টাকা। আবার এমন অনেক মাস গিয়েছে যখন এক আনাও মেলেনি। বেনিয়ার ধার শুধ সাত টাকার এক পয়সাও বাঁচেনি। কোম্পানির হয়ে খাটলাম, লড়লাম, না চাবুক খেলাম, আর সারাটা জীবন ডাল রুটি খেয়েই কাটিয়ে দিলাম। (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ২৫২)

এ উপন্যাসে পুরুষ চরিত্র যেমন 'ক্ষমতারক্ষার প্রতীক'রূপে উপস্থিত হয়েছে তেমনি পুত্র সন্তান জন্মের আশায় নারীকে গুনতে হয়েছে অপেক্ষার প্রহর। রাজার রাজ্যভার রক্ষার্থে প্রয়োজন হয়েছে পুত্রসন্তানের। 'একটি ছেলে হয় না বলে রাজার বড়ো দুঃশ্চিন্তা। ভয় হয়ে গিয়েছে গদির জন্য।... একটা ছেলের জন্য গদি ছুটে যেতে পারে।' (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ২২৪) খোদাবক্সের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য খোদাবক্সের অন্তঃপুরে ধরে রাখা পৌরুষসুলভ আচরণ, রাজ্য রক্ষার্থে পুরুষদের সৈনিক-সিপাহী রূপে তৈরি করা হয়েছে। নারী চরিত্র মোতি একদিকে প্রেমে যেমন দ্রোহী অন্যদিকে বিরহে দৃঢ়বদ্ধ, শক্তিশালী, আত্মমর্যাদাবোধে ঋদ্ধ। ঘৌস সাহেবের কথায় মোতির আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে, আত্মসম্মান রক্ষার্থে খোদাবক্সের সাথে সে প্রেমের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (জ. ১৯৪২) দেখিয়েছেন, উপনিবেশবাদের পীড়নে অন্তেবাসীরা কীভাবে ধ্বস্ত হতে হতে নিরুচ্চার হয়ে পড়ে। তিনি মনে করেন, 'There is no space from where the subaltern (sexual) subject can speak.' (Bordo, 1985:122) কিন্তু হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা (১৯০৯-১৯৬৬) মনে করেন, উপনিবেশবাদের মহাসন্দর্ভ দ্বারা আক্রান্ত অন্তেবাসী জনেরও পরিসর আর কণ্ঠস্বর থাকা সম্ভব। পিতৃতন্ত্র এতই সর্বগ্রাসী যে নর্মসঙ্গিনী ও যৌনপুত্তলিকতা হিসেবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নারীর জন্য কোনো স্বাধীন ইচ্ছার সম্ভাবনা পর্যন্ত অনুমোদন করতে নারাজ। গায়ত্রী যাকে 'Planned epistemic violence of the imperialist project' (Bordo, 1985: 131) বলে চিহ্নিত করেছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, নারীমূর্তির পূর্বতন রূপকে ছিন্ন করে মোতি এক নতুন রূপে খোদাবক্সের সম্মুখে এসে দাড়িয়েছে। খোদাবক্স অবলোকন করেছে প্রেম পরিত্যাগী নারীর নির্ভরশীলা দৃঢ় রূপ। 'হাল্কা জরির ওড়না আজ আর আবরণ নয়, আভারণ। সেই সরল, শান্ত লজ্জাবনতমুখী, একান্তভাবে খুদাবক্সের ওপর নির্ভরশীলা প্রেমিকাকে যেন কোথাও খুঁজে পেল না খুদাবক্স।' (মহাশ্বেতা দেবী ২০০৩: ২২৬)

ঔপনিবেশিক শক্তির আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সাধারণ জনগণকে আয়ত্তাধীন ও মুক্তিপ্রত্যাশী সাধারণ জনজীবনকে দমন করে রাখা। 'Colonialism is a practice of domination, which involves the subjugation of one people to another.' (Khon & Reddy, 2006: 16) ফলে মুক্তিপ্রত্যাশী ও অধিকার সচেতন মানুষের মৌলিক অধিকারহরণ, বাক স্বাধীনতা খর্বীকরণ, বৌদ্ধিক অপশাসন প্রভৃতি রাজনীতির বিধ্বংসী চর্চা উপনিবেশ শাসিত সমাজে চলমান থাকে। মহাশ্বেতা দেবী নির্মোহভাবে নিপীড়িত জনজীবনের জীবনযন্ত্রনাকে তুলে ধরেছেন- যাতে উপনিবেশ প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন-দমনমূলক আচরণ ও জৈব-রাজনীতির প্রসঙ্গগুলো প্রকটিত হয়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী সংগ্রামী কিংবদন্তিদের সাথে হওয়া নিপীড়ন-শাসন-শোষণের ভয়াবহতা ও ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা মুক্তিকামী জনসাধারণকে দমন করার চেষ্টার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন এভাবে:

> বিদ্রোহ করতে চাও তো স্মরণ রেখো সেই মূর্খদের কথা, যারা ফাঁসিতে ঝুলেছে, কামানের মুখে উড়ে গিয়েছে ধুলো হয়ে। প্রতিবাদ করো না, মুখ তুলে কথা বলো না। (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ২৭৬)

একে অপরের সহযোদ্ধা হিসেবে খোদাবক্স ও মোতি উপন্যাসের যবনিকা প্রান্তে এসে উপস্থিত হয় উপনিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে। পূর্বতন সমস্ত লৈঙ্গিক ও সামাজিক বেড়াজাল ছিন্ন করে দুজনে মিলিত হয় এক অমর প্রেমের সঙ্গী হিসেবে। আসন্ন যুদ্ধের পটভূমিকায় মোতি কেবল খোদাবক্সকেই আপন করে নেয়। মহাশ্বেতা দেবী এখানেই 'নটী মোতি'কে 'নারী মোতি' রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন– যে প্রান্তিক নারী নর্তকী পেশাজীবীর বদ্ধমূল ভেঙে পুরুষতন্ত্রের বেড়াজালকে ছিন্ন করে নারীর সামাজিক অধিকারবোধে ঋদ্ধ 'নারী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে:

> বাইরের দুনিয়াটাকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় খুদাবক্স। বুকের ভেতর মহা বুভুক্ষায় তরঙ্গায়িত হয় প্রেম।... আসন্ন যুদ্ধের পটভূমিকায় প্রিয়াকে আপন করে নিতে চায় পুরুষ। এক পরম সময়। চরম শুভলগ্ন। (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ২৯১)

ইংরেজ সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের যুদ্ধে খোদাবক্স আপ্রাণ চেষ্টা করেও মৃত্যুর কাছে হার মেনে যায়। রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা রক্ষার্থে ব্যবহৃত খোদাবক্সের দেহশক্তি ব্যবহার করে খোদাবক্সের স্বাপ্নিক মৃত্যু-ই স্পষ্ট হয়। উপনিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে খোদাবক্স মৃত্যুবরণ করলে, যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন ঘটে মোতির। 'কামানের গোলা নিক্ষেপ' করতে যুদ্ধক্ষেত্রে মোতির আগমন ঘটে। মোতি অসীম সহসিকতার সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবী এখানে উন্মোচন করেছেন, অন্দরমহলের নটী তার সামাজিক লৈঙ্গিক পরিচয়ের ধারণা ও প্রচলিত মাপকাঠির বলয় ভেঙে বীরাঙ্গনার মতো যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। পরাজয় মেনে না নিয়ে মোতি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। বলা যায়, মহাশ্বেতা দেবীর এ উপন্যাসে জৈব রাজনীতির দ্বান্দ্বিকতায় নিপীড়িত মোতি চরিত্র লৈঙ্গিক-বৈষম্যহীন সমাজে বিদ্যমান 'শ্রেণি শত্রু খতম' (শামসুজ্জামান মিল্কী ২০২১: ১৭৯) করার প্রচেষ্টায় ক্রিয়াশীল থেকেছে। চেয়েছে, মোতির 'নর্তকী পরিচয়ে'র বাইরে গিয়ে সমাজ মোতির 'নারীসত্তা'কে অনুধাবন করুক। ফলে এ উপন্যাসে মোতির নিপীড়িত সত্তা গণশক্তিতে জাগ্রত হয়েছে ও সে অবলীলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পেরেছে। এখানেই প্রান্তিক নারী মোতির সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে 'পুরুষের পাশাপাশি নারী ক্ষমতার সমতা'র বিষয়টি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। সামাজিক অবস্থানগত কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয়গত অবস্থানের উর্ধ্বে মানুষের আত্মিক সংকট ও পরিচয়ই এ উপন্যাসে মুখ্য ও আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঔপন্যাসিক সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মোতি ও খোদাবক্সের মৃতদেহকে 'আলোর মন্ত্রে একাকার' করে দিয়েছেন। গণমানুষের অধিকার সচেতন মহাশ্বেতা দেবীর এ উপন্যাস

তাই কেবল নারীর পরিচয় সংকট কিংবা নারীর অধিকারহীনতাই নয়, বরং সমাজে পুরুষের লৈঙ্গিক চাহিদার সীমাবদ্ধতার জায়গাটিও প্রকটিত করে তুলেছে। বলা যায়, মহাশ্বেতা দেবী ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য লিঙ্গবিভাজিত-দেহরাজনীতির ঊর্ধ্বে এক মানবিক, প্রেমময় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন। সামাজিক শাসন-শোষণ, অপশাসনের ঊর্ধ্বে নিরন্তর সংগ্রামী প্রান্তিক মানুষের লৈঙ্গিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক:

> মৃত্যুরও মরণ আছে। প্রেম যে কত অজেয় তাই প্রমাণ করে দিয়ে গেল খুদাবক্স আর মোতি। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততোদিন মানুষ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে- আর মানুষের সেই নিরন্তর সংগ্রামকে পরাজিত করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হবে মৃত্যু। মানুষের অপরিসীম প্রেমে জন্ম নেবে নতুন দিন, নতুন ইতিহাস, আর পৃথিবী হয়ে উঠবে সুন্দরতর। (মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩: ৩০৪)

৫.

মূলত যে কোনো বক্তব্যের সারবস্তু প্রতিষ্ঠা পায় ভাষাপ্রয়োগের দক্ষতা ও শৈলীদক্ষতার ওপর নির্ভর করে। ভাষা যেহেতু চেতনার চিহ্নায়ক, ফলে 'নারী' এবং 'নারীকেন্দ্রিক ব্যবহৃত প্রতিশব্দে'র মধ্যেও প্রচ্ছন্ন থাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাতন্ত্রের ইঙ্গিত। এ উপন্যাসে 'নারী' ও 'পুরুষে'র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত চারিত্রিক ও কর্মিক বিশেষণগুলো পর্যবেক্ষণ করলে ঔপনিবেশিক সমাজে নারী-পুরুষের লিঙ্গ ধারণা ও তাদের অবস্থান ধরা পড়ে। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লৈঙ্গিক পরিচয় ও দেহ-রাজনীতি নির্মাণে উপনিবেশ কবলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে 'নারী'কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত, বিশেষিত করা হয়েছে এবং 'পুরুষ' পরিচয়কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করলে 'দেহধারণা'কে উপনিবেশ কবলিত সমাজ কীভাবে দেখছে- সেটিও স্পষ্ট হবে। নারীর শারীরিক কার্যক্ষমতা প্রকাশে নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'বিশাল স্থবির দেহ', 'পরিশ্রমে আরক্ত মুখ, 'যৌবনোচ্ছল মঞ্জরিত সুষমার মূর্তি-স্বরূপা নর্তকী' রূপে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর মানসিক স্বাস্থ্য পরিচয় প্রকাশে ব্যবহৃত হয়েছে 'অভিমানিনী', 'কান্তবিরহে শীর্ণা', 'প্রিয়বিরহে অধীরা', 'নির্ভরে ভৃঙ্গারের মতো মুখখানি', 'শ্রীরাধিকা মোতি', 'মায়াময়ী নিশীথিনী', 'অভিসারিকা', 'নতমুখ', 'শীর্ণ', 'ভীরু শরমে মধুর কণ্ঠ', 'জাদুগরনি', 'প্রিয়সঙ্গসুখ-নিমগ্না', 'বিষাদমিশ্রিত কণ্ঠ', 'বনবাসিনী শকুন্তলা', 'দর্পিতা ফণিনী', 'বিরহী পাপিয়া' প্রভৃতি রূপে। এছাড়া. নারীর দৈহিক পরিচয় দানে পুরুষতন্ত্রের দ্বারা আরোপিত হীন-ভোগ্যবস্তুর ন্যায় উত্থাপিত হয়েছে। নারীর দৈহিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'কাঞ্চনবর্ণা', 'বিগতযৌবনা', 'প্রাণরস আহরণ করা লতা', 'যৌবনভারে ঈষৎ আনমিত দেহ', 'নির্ভরে ভৃঙ্গারের মতো মুখ', 'রক্তগোলাপে রঞ্জিত ওষ্ঠাধর', 'বিশাল স্থবির দেহ', 'বিভ্রান্ত মুখ', 'দিশাহারা চাহনি' প্রভৃতি রূপে- যাতে নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের হেয়-প্রতিপন্ন মানসতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়। আবার কখনো কখনো পুরুষের দ্বারা নারীকে বিভিন্ন অলঙ্কার-উপমায় ভূষিত করা হয়েছে, যেখানে নারীর প্রতি পুরুষের ভোগলিপ্সিত মনোভাবই প্রকটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে– 'গোলাপ-চামেলি-বেলির গন্ধ সুবাসিত', 'উর্বশী', 'সিরাজ', 'জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া', 'মায়াময় সৌন্দর্য', 'পরী', 'সোহাগুণা সতী', 'অনুমৃতা রমণী', 'সুন্দরী রমণী', 'লাবণ্যময়ী', 'চাঁদের মতো পাণ্ডুর গৌরবর্ণা', 'রক্তগোলাপে রচিত ওষ্ঠাধর', 'স্বপ্নপ্রেয়সী', 'চপলা রমণী', 'মালতিপুষ্প শোভিতা', 'কমলাননা রাগিণী' ইত্যাদি বিশেষণে নারীকে বিশেষায়িত করা হয়েছে। এসকল বিশেষণ ব্যবহার করে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির মধ্য দিয়ে নারীর লৈঙ্গিক পরিচয় ও সামাজিক অবস্থানকে সনাক্ত করেছেন। দৃষ্টান্ত:

এইসব অখ্যাত নদীগুলো যেন গাঁয়ের মেয়েদের মতো। কল্যাণ হস্তে তৃষ্ণার্তের অঞ্জলিভরে জল ঢেলে তৃষ্ণা নিবারণ করে চলছে অবিরাম। (মহাশ্বেতা দেবী ২০০৩: ২৫৫) 'সান্ত্বনা দেয় বৃদ্ধা দাসী শ্বশুরবাড়ির গুণগান করে। (মহাশ্বেতা দেবী ২০০৩: ২৫৭)

পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পুরুষতন্ত্রের আরোপিত লৈঙ্গিক পরিচয়কে সনাক্ত করতে তিনি পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রেও সচেতন ভাবে বিভিন্ন বিশেষণ, উপমা-অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। পুরুষের শারীরিক, চারিত্রিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য-পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয়েছে– 'শিকারির মতো গোঁফ', 'পুরুষ', 'দুঃসাহসী', 'বেপরোয়া', 'পিয়াসি মন', 'ভোমরা', 'তৃপ্তজন', 'বলিষ্ঠ দেহ', 'আয়তনেত্র', 'প্রশস্ত ললাট', 'সিপাহিগিরি', 'মরদ', 'বেপরোয়া', 'জন্মগত তেজ', 'অমিত তেজ', 'দীর্ঘ পেশল দেহ', 'সুঠাম শরীর', 'বাপের যোগ্য ছেলে', 'নেকড়েবাঘ', 'যমদূত', 'শালপাংশু বিশাল দেহ', 'পাঠান শরীর', 'চিতাবাঘ', 'সতৃষ্ণ নয়ন', 'স্বেচ্ছাচারী ও খেয়ালি শাসক' ইত্যাদি শব্দ– যাতে সামাজিক অবস্থানে নারীর চেয়ে পুরুষের অবস্থান শক্তিশালী, দৃঢ়, সম্মানের, যশের, খ্যাতির বলে চিহ্নিত হয়েছে। বিপরীতে– নারীর পরিচয় কেবল দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, হীনমনা, ও সম্মানের অযোগ্যা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

৬.

মহাশ্বেতা দেবী *নটী* উপন্যাসে নারীবাদের তত্ত্বকোণ বিচারে লিঙ্গ পরিচয়ের সংকট, ও দেহ-রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্র নির্মাণ না করলেও গণমানুষের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনের তীব্র মানবিক দায়বোধের কারণেই উপনিবেশ কবলিত সমাজের লৈঙ্গিক বিভাজন ও দেহ-রাজনীতির সূক্ষ্ম কলাকৌশল এ উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। উপনিবেশ কবলিত সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার লৈঙ্গিক অসমতা ও তদ্জনিত সৃষ্ট বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যায় উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ নারী চরিত্রগুলো লৈঙ্গিক বিভাজনের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে দুর্বিসহ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে। পুরুষতন্ত্রের আরোপিত নারীত্বের প্রচলিত ধারণা ভেঙে উপন্যাসের একমাত্র নারী চরিত্র মোতি পুরুষের মতন (উপন্যাসে পুরুষকে যেভাবে ক্ষমতারক্ষার প্রতীক হিসেবে প্রতীকায়িত করা হয়েছে) যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। ভারতবর্ষের পুরুষতন্ত্রের মতাদর্শ মেনে রাজমহলের অন্দরমহলে নটী হিসেবে অবস্থান করেনি বরং পুরুষতন্ত্রের মতাদর্শের শেকল ভেঙে, নারীর প্রতি পুরুষের পূর্বধারণকৃত উপর্যুক্ত শারীরিক-চারিত্রিক-মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহের ধারণা ভেঙে দিয়ে সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেরেছে। সামন্ততন্ত্র ও পুরুষতন্ত্র দ্বারা সমাজের অবহেলিত, উপেক্ষিত, নির্যাতিত শ্রেণির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের অধিকারকে খর্ব হয়েছে। পক্ষান্তরে, সামন্ততন্ত্র ও পুরুষতন্ত্রের শিখরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ নিম্নস্থানীয় পুরুষদের দৈহিক শক্তি, শ্রম, যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করে রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। উপনিবেশবাদের পীড়নে অন্তেবাসীরা ধ্বস্ত হতে হতে নিরুচ্চার হয়ে পড়ে পীড়ন-প্রবণ পুরুষ-কেন্দ্রিক ভাবনাকে কখনো কখনো মেনে নিয়েছে– যা ঔপনিবেশিক শাসক ও পুরুষতন্ত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করেছে। ফলে এ উপন্যাসের পরতে পরতে যে লৈঙ্গিক বিভাজন ও দেহ-রাজনীতির প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে তা নারীবাদের তাত্ত্বিক প্রতিফলনে আরো প্রকটিত হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবী একজন নারীবাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে নন, বরং লৈঙ্গিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে গণমানুষের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বিধায় প্রথম উপন্যাসেই লিঙ্গ পরিচয়ের সংকট, ও দেহ-রাজনীতির সূক্ষ্ম চর্চাকে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে মহাশ্বেতা দেবীর *নটী* উপন্যাসের বৈষয়িক সংকট ও তা থেকে উত্তরণের নির্মিত পথ লিঙ্গ-বিভাজননীতির ঊর্ধ্বে এক মানবীয়

সমাজ গঠনে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করবে এবং লিঙ্গবিভাজিত সমাজে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহাবস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি, এ উপন্যাসে উপনিবেশ কবলিত প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সৃষ্ট সাংস্কৃতিক সংকট নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে *নটী* উপন্যাস রচিত হলেও ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষাপ্রবণ ও জীবন-জগৎকে দেখার সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণ শক্তির ফলে এ উপন্যাস উপনিবেশের বলয়ে থেকেই উত্তর-আধুনিক সময়েও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবীর ভাব ও ভাষাপ্রকাশের মিথস্ক্রিয়ায় গণমানুষের প্রতি সকল বৈষম্যের বিশেষত 'লিঙ্গ-পরিচয় ও দেহ-রাজনীতি'র স্বরূপ অনন্য মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। উপনিবেশ-উত্তর প্রেক্ষাপটেও সমাজের লৈঙ্গিক বিভাজননীতি রোধ ও দেহ-রাজনীতির জটিল-অপকৌশলকে মোকাবিলা করতে মহাশ্বেতা দেবী স্বতন্ত্র ধারার ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীয় আসনের দাবি রাখে।

উল্লেখপঞ্জি

অরূপকুমার দাস (২০০৪)। *অরণ্যের অধিকার: ইতিহাসের কণ্ঠস্বর*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০১৯)। *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

দিলরুবা খাতুন (২০২৩)। *মহাশ্বেতা দেবী: কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন*। Trisangam International Referred Journal (TIRJ), ResearchJournal on Language, Literature & Culture, Vol:3 কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো (২০২৩)। *মনোজগতের বিউপনিবেশায়ন:আফ্রিকার সাহিত্যে ভাষার রাজনীতি*। [অনু: শিবলী নোমান], ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

নমিতা চক্রবর্তী (২০১৭)। *মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস: জীবনবোধ ও সমাজভাবনা*। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ।

নির্মল ঘোষ (১৯৯৮)। *মহাশ্বেতা দেবী: অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল [সম্পা.] (২০১৪)। *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

মহাশ্বেতা দেবী (২০০৩)। *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র-১*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

শম্পা চৌধুরী (২০০৬)। *অরণ্যের অধিকার: এক অনিঃশেষ উলগুলান*। রত্নাবলী, কলকাতা।

শামসুজ্জামান মিলকী (২০২১)। *মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস: প্রসঙ্গ নকশাল আন্দোলন*। জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস, ভলিউম ১১,সংখ্যা-১।

হোসনে আরা (২০১৮)। *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

Bordo, S (1993). 'Feminism, Foucault and the Politics of the Body'. Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body. University of California Press.

Bordo, S (1995). *'Anorexia nervosa: psychopathology as the crystallization of culture'*. Philosophical Forum, 17.

Dworkin, A (1974). *Women-Hating*. New York, Dutton.

Foucault, Michel (1998). *The will to Knowledge: The History of Sexuality*. Penguin Books, London.

Khon, Margaret & Reddy Kobita (2006). *Colonialism*. Oxford University Press.

Peters, Micheal (2015). "*Postcolonial biopolitics in the empire of capital: Lines of Foucauldian inquiry in educational studies*." Universidade do Vale do Rio dos Sinos Brasil, Brasil.

Wollstonecraft, M (1988). *'A vindication of the rights of women'*. in A. Rossi (ed.) The Feminist Paper, Boston, Northeastern University Press.